শিক্ষার্থীদের আগামী বিশ্বের জন্য প্রস্তুত করছি

সাক্ষাৎকার

প্রফেসর ড. শামস্ রহমান
উপাচার্য
ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

আমি দীর্ঘদিন বিদেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছি। আমি নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা সেখানে শিক্ষায়, গবেষণায়, শিক্ষকতায় নিজেদের মেধার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। কিন্তু আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় স্থান পাচ্ছে না। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষক রিক্রুটের মাধ্যমে এই পরিবর্তনের শুরু হতে পারে। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষক তার নিজস্ব শিক্ষক। তারা খুবই দক্ষ এবং আন্তরিক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি অনুষদের অধীনে ১৪ বিষয় রয়েছে। এগুলো বর্তমান কর্মবাজারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা পঞ্চম শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি, সেজন্য নতুন উদ্ভাবন যেমন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ব্লক চেইন, থ্রি ডি প্রিন্টিং ইত্যাদির পাঠ্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করে

দেশ রূপান্তর

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩ ›

শিক্ষার্থীদের আগামীর বিশ্বের

(শেষ প্রচ্ছদের পর)

নতুন বিষয় শুরু করা ও কারিকুলাম সমন্বয় করার পরিকল্পনা রয়েছে, যেন আমাদের শিক্ষার্থীরা কর্মবাজারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির আইন এবং সিএসই বিষয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্কলারশিপ দেওয়া হয়। মেধাবী কিন্তু আর্থিক সংকটাপন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে। আমরা শিক্ষার্থীদের ইনোভেটিভ চিন্তার মূল্যায়ন করি, উৎসাহ দিই এবং বিকশিত করার পরিবেশ নিশ্চিত করি। ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ২০টিরও বেশি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ ও ক্যারিয়ার অরিয়েন্টেড ক্লাব আছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের আগ্রহ ও লক্ষ্য অনুযায়ী এক বা একাধিক ক্লাবে যুক্ত হতে পারে। বর্তমান কর্মবাজারের চাহিদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিইও বা প্রধান ব্যবস্থাপককে ক্লাস নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণের পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের আগামীর বিশ্বের জন্য প্রস্তুত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি।